দৈনিক ইনকিলাব

JAN 21 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষার্থীরা বোর্ডের বই কবে পাবে?

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হলেও বোর্ড নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের অভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসে থেকে ঘরে ফিরে আসতে হচ্ছে। কবে নাগাদ শিক্ষার্থীদের হাতে বোর্ডের বই পৌছাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ইতিপূর্বে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা বলেছিলাম, জানুয়ারী মাসে বই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাস্তবে সেই আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মুখে এসে প্রাথমিক স্তরের ৭৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বই পায়নি। আর মাধ্যমিক স্তরের কেউই নতুন বইয়ের মুখ দেখেনি। প্রাথমিক স্তরের ২৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বই পেয়েছে বলে খবরে উল্লেখ করা হলেও দেশের কোন কোন এলাকায়, কোন্ কোন্ স্কুলে কারা বই পেয়েছে, তার কোনো বিবরণ নেই। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও খবর অনুযায়ী বই না পাওয়ার কথাই জানা গেছে। বোর্ডের বই প্রকাশ নিয়ে প্রতিবছরই দুর্ঘট লক্ষ্য করা যায়। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বই প্রকাশের কার্যক্রম শুরু হলেও কোন বছরই কেউ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না। অতীতে একাধিক মাস এমনকি তারও পরে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বোর্ড তার নজিরবিহীন 'কৃতিত্ব' প্রদর্শন করেছে। এ নিয়ে প্রতিবছরই বিভিন্ন মহল থেকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব আমলে আনার প্রয়োজনবোধ করেনি। এবার বই প্রকাশের ব্যাপারে বোর্ড যে 'অপকর্মটি' করেছে, তা অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এবার দু'স্তর মিলে বই ছাপানোর কথা ৮ কোটি ১৩ লাখ। এই বিপুলসংখ্যক বইয়ের ৮০ শতাংশ ছাপার দায়িত্ব পেয়েছে একটি শিল্প-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ৩টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। বাকী ২০ শতাংশ বই ছাপার দায়িত্ব পেয়েছে ১০৮টি প্রতিষ্ঠান। ৮০ শতাংশ বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ৩টির এতো বই ছাপার ক্ষমতা ও সামর্থ্য আছে কিনা বোর্ড কর্তৃপক্ষের তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ পরিমাণ বই ছাপার ক্ষমতা ও সামর্থ্য যে প্রতিষ্ঠান ৩টির ছিল না বা নেই, এখন তা প্রমাণিত সত্য। কথা ছিল ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব প্রতিষ্ঠানকে ছাপার কাজ শেষ করতে হবে। কথা অনুযায়ী ঐ তারিখের মধ্যে ছাপা সম্পন্ন হয়নি। কথিত ৩টি প্রতিষ্ঠান সময় নিয়েছে এবং অবশেষে ৩ দফায় ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সব বই বাজারে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কার্যক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে কিনা তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এদিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বই সরবরাহ করেছে বলে বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে।

বই প্রকাশ ও সরবরাহ নিয়ে সৃষ্ট এই পরিস্থিতি নিয়ে কেবল ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মহলই নয়- রাজনৈতিক মহল থেকেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। যে পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত-বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়ামকে পরিণত হয়ে বসেছে তা নিয়ে কোনো বিবেকবান দেশপ্রেমিক মানুষ অবিচলিত থাকতে পারে না। বলা যায়, সরকারী মহল ছাড়া সর্ব মহলেই এ নিয়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হচ্ছে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য যারা দায়ী, সরকারী মহল থেকে নানাভাবে তাদের পক্ষেই সাপাই গাওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বই ছাড়া ক্লাস অব্যাহত রাখা স্কুলগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ক্লাস বন্ধ করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেয়াও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের বই নিয়ে ক্লাসে আসার তাগিদ দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের তাড়া দিচ্ছে। অভিভাবকরা বইয়ের দোকান ঘুরতে ঘুরতে হয়রান-পেরেশান হচ্ছেন। রাজধানীর কোনো কোনো স্কুল থেকে পুরানো বই সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পুরানো বইও দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না। এখনই বই না পেলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ত্রৈমাসিক পরীক্ষা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরে বই পেলে সিলেবাসই বা কিভাবে শেষ করা সম্ভব হবে? অনিবার্যভাবে নির্ধারিত শিক্ষা কার্যক্রম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যার খেসারত শিক্ষার্থীদেরই দিতে হবে। কাজেই এ পরিস্থিতিকে উপেক্ষাযোগ্য বলে মনে করার কোনো অবকাশ নেই। স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই যে কোনো মূল্যে শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌছাতে হবে- এটাই দাবী। এই দাবী পূরণে জরুরীভিত্তিক ব্যবস্থা ও কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। বোর্ডের দিকে চেয়ে না থেকে মন্ত্রণালয় তথা সরকারকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিষয়টি হাতে নিতে হবে। জনগণের এই অধিকার ও দাবী উপেক্ষিত হলে সরকারকেই তার জবাব দিতে হবে।